সাহিত্য অ্যাকাডেমির অনুবাদ পুরস্কার-২০১৮

সুমিতা ধর বসুঠাকুর

"A translator ought to endeavor not only to say what his author has said, but to say it as he has said it"
– John Conington

তিনদিন ব্যাপী (১৪-১৬ জুন ২০১৯) সাহিত্য অ্যাকাডেমির 'অনুবাদ পুরস্কার অর্পণ সমারোহ-২০১৮' আড়ম্বরপূর্ণ মেজাজে সম্পন্ন হল আগরতলায়। এই অনুষ্ঠানকে কেন্দ্র করে ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশের মোট একশো কুড়ি জনের বেশি কবি-সাহিত্যিক আমন্ত্রিত হন। মূল অনুষ্ঠান বাদে আরও চারটি অধিবেশনে এই তিনদিনের অনুষ্ঠানটি সেজেছিল এক উজ্জ্বল বার্তাবহ হয়ে।

১৪ জুন শুক্রবার বিকেল সাড়ে চারটায় সুকান্ত অ্যাকাডেমির আর্টস অ্যান্ড কালচার অডিটোরিয়ামে 'মঙ্গলাচরণ' করে অনুষ্ঠানের শুভ সূচনা হয়। 'আনন্দধারা বহিছে ভুবনে' সুরের ব্যাপ্তিতে এক আশ্চর্য গভীর পরিবেশ জাগে গোটা হল জুড়ে। সাহিত্য অ্যাকাডেমির সচিব ড. কে শ্রীনিবাস রাও স্বাগত ভাষণে পুরস্কার প্রাপকদের প্রতি উষ্ণ অভিনন্দন ব্যক্ত করে খুব মর্মস্পর্শী কথা বলেন। এরপর শুরু হয় পুরস্কার বিতরণী সমারোহ। চব্বিশ জন পুরস্কার প্রাপকের মধ্যে কুড়িজন উপস্থিত ছিলেন। বাকি চারজনের মধ্যে কন্নড় লেখক গিরাড্ডি গোবিন্দরাজ প্রয়াত হয়েছেন। ওনার হয়ে ওনার স্ত্রী সেই সম্মান নিলেন। বাকি তিনজন পুরস্কার প্রাপক (হিন্দি, মালয়ালম, উর্দু ভাষার) অনুপস্থিত ছিলেন।

অনুবাদ পুরস্কার প্রাপকরা হলেন, পার্থ প্রতীম হাজারিকা (অসমীয়া), মফিদুল হক (বাংলা), নবীন ব্রহ্ম (বোরো), নরসিং দেব জামওয়াল (ডোগরী), সুবাশ্রী কৃষ্ণস্বামী (ইংরেজি), ভিনেশ আনতানি (গুজরাটি), প্রভাত ত্রিপাঠি (হিন্দি), গিরাড্ডি গোবিন্দরাজ (কন্নড়), মহম্মদ জামান আজুরদা (কাশ্মিরী), নারায়ণ ভাস্কর দেশাই (কোঙ্কনি), সাগ্রী আলম গৌহার (মৈথিলী), এম লীলাবতী (মালয়ালম), রাজকুমার মহি সিং (মণিপুরী), প্রফুল্ল শিলেদার (মারাঠি), লক্ষ্মী মল্লিক (নেপালি), শ্রদ্ধাঞ্জলি কানুনগো (ওড়িয়া), কে এল গর্গ (পাঞ্জাবি), মনোজ কুমার স্বামী (রাজস্থানী), দীপক কুমার শর্মা (সংস্কৃত), রূপচাঁদ হাঁসদা (সাঁওতালি), জগদীশ লছানি (সিন্ধি), কুলাচল ইউসুফ (তামিল), এ কৃষ্ণা রাও কৃষ্ণুডু (তেলুগু), জাকিয়া মাশহাদি (উর্দু)।

পুরস্কার বিতরণ পর্বের পর সাহিত্য অ্যাকাডেমির সভাপতি চন্দ্রশেখর কম্বার অনুবাদ সাহিত্য এবং এর প্রয়োজনীয়তা নিয়ে প্রায় পনেরো মিনিটের বক্তব্য রাখেন। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন বিশিষ্ট ওড়িয়া লেখক হরপ্রসাদ দাস। সমাপ্তি ভাষণে সাহিত্য অ্যাকাডেমির সহ সভাপতি ড. মাধব কৌশিক বলেন, সব লেখককে অন্তত তিনটে অনুবাদ করা দরকার। তা যেকোনও ভাষার বই-ই হোক না কেন! সবাই যদি মূলেই থাকেন, তাহলে বিশ্ব সাহিত্য কীভাবে পাঠকের দরবারে স্থান পাবে? তাই অনুবাদের মাধ্যমেই ছড়িয়ে দিতে হবে বার্তা। তিনি বলেন অনুবাদের মধ্যে রয়েছে সেই অসীম শক্তি, যার দ্বারা আমরা একটা নতুন অভিজ্ঞতা ও সম্পূর্ণ ভিন্নধর্মী একটা নতুন কিছুর অস্তিত্ব সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করি। লেখালিখির মধ্যে অনুবাদ-ই সবচাইতে কঠিন কাজ। সাহিত্যের ভবিষ্যতে শুধু অনুবাদ আর অনুবাদকের জয়জয়কার হবে বলে তিনি আশা ব্যক্ত করেছেন। চা পান আর মিষ্টি মুখের পর এক উষ্ণ সন্ধ্যা যাপনের আনন্দ নিয়ে ঘরে ফিরল সবাই।

পরদিন ১৫ জুন শনিবার খেজুরবাগান স্থিত শহীদ ভগৎ সিং যুব আবাস অডিটোরিয়ামে পুরস্কার প্রাপকগণ অনুবাদ সাহিত্যে কীভাবে তাদের মনোনিবেশ এবং এ যাবৎ তাদের সাহিত্যকর্ম সবকিছু নিয়ে নিজেদের কথা বলেন। ১১টার পরিবর্তে ১০টায় শুরু হয় এই অনুষ্ঠান পর্ব। এ পর্বের সভাপতিত্ব করেন অ্যাকাডেমির সহ সভাপতি মাধব কৌশিক জি।

মধ্যাহ্নভোজের বিরতির পর চলে উদ্বোধনী অধিবেশন। স্বাগত ভাষণ রাখেন অ্যাকাডেমির সচিব কে শ্রীনিবাস রাও। উদ্বোধনী বক্তব্য রাখেন বিশিষ্ট হিন্দি লেখক গোবিন্দ মিশ্র। সভাপতির বক্তব্য রাখেন সাহিত্য অ্যাকাডেমির সভাপতি চন্দ্রশেখর কম্বার। সমাপ্তি ভাষণ রাখেন মাধব কৌশিক জি।

দু'দিনের অধিবেশনকে চারটি পর্বে ভাগ করা হয়। প্রথম অধিবেশন ৩.৩০-৫.৩০ পর্যন্ত। দু'ঘণ্টার কবি সম্মেলন। সভাপতি হলেন রবিন নিঙ্গম। কবিরা নিজেদের মাতৃভাষায় এক দুটি কবিতার পাঠ করে বাকিগুলো হিন্দি বা ইংরেজিতে অনুবাদ করে পড়লেন। কবি সমীর তাঁতি (অসমীয়ায়), অঞ্জলি বসুমাতারী (বোরো ভাষায়), (চাকমা ভাষায়) নিরঞ্জন চাকমা, হরিপদ দেববর্মা।

মধ্যাহ্নভোজের বিরতির পর চতুর্থ তথা অন্তিম অধিবেশনে দুপুর দুটো থেকে চারটে পর্যন্ত বহুভাষী কবি সম্মেলনে বিভিন্ন স্বাদের কবিতার সঙ্গে পরিচিতি ঘটল। কবিরা মাতৃভাষায় এক দুটো কবিতা পাঠ করে চলে যান অনুবাদে। কবি প্রদীপ মজুমদার ও আকবর আহমেদ (বাংলা কবিতা), মেলভিন রডরিগেজ (কোঙ্কনি), অশোক কুমার মেহতা (ডোগরীতে) বিজয় বর্মা, অশ্বিনী কুমার (ইংরেজিতে), বোধিসত্ত্ব (হিন্দিতে), দর্শন বাত্তার (পাঞ্জাবিতে), ভাস্রেন্দু চিনতীরাভাঞ্জলু (তেলুগু ভাষায়), নাদিরা মাসান্দ (সিন্ধিতে) এবং বিশাল খুল্লার (উর্দুতে) কবিতা পাঠ করেন। চা পানের বিরতির পর সেদিনকার মতো সাহিত্যানুষ্ঠানের সমাপন হয়।

১৬ জুন রবিবার সকাল দশটায় 'অনুবাদ এক সাংস্কৃতিক মেলবন্ধন' শীর্ষক আলোচনাটি শুরু হয়। দেড় ঘণ্টায় মুগ্ধ হয়ে যায় সবাই। অধিবেশনের সভাপতি হলেন হরিশ ত্রিবেদী। সাহিত্যিক জয়া মিত্র ওনার কথা দিয়ে মন্ত্রমুগ্ধের মতো আকৃষ্ট করেছেন অনেককে। অশোক গুপ্তা, মীনা টি পিল্লাই, মালচাঁদ তেওয়ারিও এই পর্বে বক্তব্য রাখেন।

চা-পানের বিরতির পর তৃতীয় অধিবেশনে থাকে গল্প পাঠের আসর। সভাপতি ছিলেন অধ্যাপক সরোজ চৌধুরী। কন্নড় ভাষার অনুবাদ গল্প পাঠ করেন মোগাল্লি গনেশ, কাশ্মিরী ভাষায় রহিম রাহবার, মারাঠিতে শিল্পা কাম্বলে, ককবরক ভাষায় (মৈথেলী), সরখাইবম গম্ভীনি (মণিপুরী), থাইলো (মগ কবিতা), ইন্দ্র বাহাদুর গুরুং (নেপালি), প্রীতিধারা সামল (ওড়িয়া), পরমানন্দ ঝা (সংস্কৃত), (সাঁওতালি ভাষায়) গোবিন্দ চন্দ্র মাঝি এবং কবি সালমা পাঠ করেন (তামিল কবিতা)।

তিনদিনের আগাগোড়া এই অনুষ্ঠানের খুঁটিনাটি, হাজার পৃষ্ঠায়ও শেষ করা যাবে না। প্রতিটি আলোচনা এত মর্মস্পর্শী, মর্মার্থবহ মনে হয় প্রতিটি লাইন ধরে কথা বলি। সম্ভবপর নয়। দু-একটি কবিতার এক দু'লাইন— 'পাশেই কোথাও মত্ত দাপিয়ে বেড়াচ্ছে হজাগিরি। শিখরদশনা তন্বী মেয়েরা ছড়িয়ে দিচ্ছে আলো। ওদের বাঁকানো কোমরের নিচে উৎসবের মুখ, সম্মুখে সাফল্যের ঘড়া। কী অপূর্ব কৌশলে মাথায় ধরেছে দীপ! সম্মুখের ওই ঘড়া ভরে আছে পদশব্দ, আস্ফালন আর লিবিডোর কোলাহলে। 'হজাগিরি' প্রদীপ মজুমদার।

কবি আকবর আহমেদের 'ভালবাসা' কবিতার কয়েকটি পংক্তি।

'মজনুর প্রেমের অভিজ্ঞতা মাথায় নিয়ে কুকুরটাকে জড়িয়ে ধরি, পচা গন্ধে ভরে ওঠে ফুসফুস ভালবাসা শনাক্ত করার শক্তি অর্জনে ধস্তাধস্তি শেষে টের পাই ভালবাসার মৃতদেহ পড়ে আছে কুকুর ও আমার পাশে'
'ভালবাসা' আকবর আহমেদ

নেকলের ডিরেক্টর কবি চন্দ্রকান্ত মুড়াসিংয়ের ধন্যবাদ জ্ঞাপনের মধ্যে দিয়ে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘোষণা হয়।